# অশরীরী একুশ

বিপুল মজুমদার

লিইবার ফিয়েরা

# সূচীপত্র

পোড়ো কারখানার বাসিন্দা ১১
ভূত বনাম ভূত ১৮
ভূতের গল্প ২৪
ভুতুড়ে রোলার ৩০
কমেডিয়ান রামু ৩৯
হোটেল শিহরন ৪৬
ভয়ংকর প্রাপ্তিযোগ ৫৫
ওপরওয়ালা ৬১
গুপ্তধন ৬৮
রকেট বাসে ভূত ৭৭
প্রবলেম ৮১
অদৃশ্য হাত ৮৬
করাল করোটি ৯৭
যক্ষদাদু ১০৭
শালি নদীর শালা ভূত ১১৮
মুক্তিদাতা ১২৫
বাস্তুঘুঘু ১৩৩
অপহারী অশরীরী ১৪৪
সহযাত্রী ১৪৬
ভুতুড়ে টোটকা ১৫৫
নিধু ডাক্তারের ভূতুড়ে চিকিৎসা ১৬৫

# পোড়ো কারখানার বাসিন্দা

শহরতলির একপ্রান্তে শান্ত নিরিবিলি পরিবেশে পিকলুদের বাড়ি। ওদের বাড়ির পাশে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হলুদ রঙের বাড়িটা সামন্তদের। বছরখানেক ধরে ওই বাড়ির দরজায় তালা ঝুলছে। সামন্তদের কর্তা-গিন্নি বর্তমানে আমেরিকায় ছেলের কাছে রয়েছেন। ওঁরা যখন ছিলেন তখন ওই বাড়িতে পিকলুর অবাধ যাতায়াত ছিল। কর্তা-গিন্নির স্নেহের পাত্র ছিল পিকলু। সামন্তদের বাড়ির পেছনদিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে উঁচু পাঁচিল-ঘেরা একটা পরিত্যক্ত কারখানা। লোকে বলে নাটবল্টুর কারখানা। অন্ধকারে ওই বন্ধ কারখানার উঁচু শেড আর ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লোহালক্কড়ের টুকরোগুলিকে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের মতো দেখতে লাগে। রাত্রিবেলা বাড়ির ছাদ থেকে বারকয়েক সামন্তজেঠুদের ওই ভাঙাচোরা কারখানাটার দিকে তাকিয়ে দেখেছে পিকলু। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই গা ছমছম করে ওঠে।

বার্ষিক পরীক্ষার দিনকয়েক আগের ঘটনা। বিকেলের দিকে পড়াশোনার শেষে পাড়ায় কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ক্রিকেট খেলছিল পিকলু, নিজেদের বাড়ির সামনের রাস্তায়। হঠাৎ ওর ব্যাটের সপাট আঘাতে বল সরাসরি সামন্তদের বাড়ির ছাদে। কিছুক্ষণ আগে এমনই এক ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে একটা বল গায়েব হয়েছে। এটা দ্বিতীয়। বলটা যার, সে খেপে গিয়ে পিকলুকে চেপে ধরল। যেহেতু ছক্কাটা তার হাত দিয়ে বেরিয়েছে, সুতরাং বল খুঁজে আনার দায়িত্ব যেন পিকলুরই। সামন্তদের বাড়ি বন্ধ থাকায় সিঁড়ি দিয়ে ছাদে ওঠার কোনও উপায় নেই। ওই বাড়ির লাগোয়া পেয়ারা গাছটা একেবারে ছাদে গিয়ে পড়েছে। বন্ধুর পীড়াপীড়িতে অগত্যা পেয়ারা গাছটাকেই ভরসা করল পিকলু। বন্ধুদের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে অতি সন্তর্পণে গাছ বেয়ে ছাদে গিয়ে উঠল।

ছাদের প্রতিটি কোণ আঁতিপাতি করে খোঁজার ফাঁকে একসময় তার চোখ গেল কারখানার দিকে। কারখানা চত্বরে ঝাঁকড়া নিমগাছের তলায় একখানা ট্রাক বহুদিন ধরে পড়ে আছে। জীর্ণ ট্রাকটার তোবড়ানো পেছনের চাকার গা ঘেঁষে মাটির উপর একটা লোক আর একটা লোকের বুকের

উপর চেপে বসেছে। উপরের মানুষটার দশটা আঙুল নীচের মানুষটার গলায় সাঁড়াশির মতো চেপে বসেছে। নীচের মানুষটা বাঁচার জন্য প্রাণপণে পা-দুটো শূন্যে ছুড়ে দিচ্ছে বারবার। তার চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। কী ঘটছে বুঝতে আর এক মুহূর্তও সময় লাগল না পিকলুর। পলকে তার শিরদাঁড়ায় একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। বল খোঁজার কথা ভুলে গিয়ে হতবাক হয়ে চেয়ে রইল সে।

কিছুক্ষণ পরে নীচের মানুষটার ছটফটে পা-দুটো নেতিয়ে পড়লে আচ্ছন্ন পিকলু কোনওক্রমে গাছ বেয়ে নেমে এল টলতে-টলতে। বাইরে বন্ধুর দল অপেক্ষায় ছিল। বল পাওয়া যায়নি শুনে খেলা ভেঙে গেল। বন্ধুরা সব এদিক-ওদিক ছিটকে পড়লে একটু পরে পিকলুও ব্যাট হাতে ঘরে ফিরে এল আনমনে। মনের মধ্যে চাপা আতঙ্ক। চোখের সামনে কারখানার দৃশ্যটা বারবার ঘুরেফিরে আসছে। ভেবেছিল মা-বাবাকে সব খুলে বলবে কিন্তু পেয়ারাগাছ বেয়ে ছাদে ওঠার ব্যাপারটা যদি ফাঁস হয়ে যায়, সেই ভয়ে কিছু বলতে পারেনি। সেদিন সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি পিকলু। তীব্র যন্ত্রণায় শুধু ছটফট করেছে।

ঘটনার পরদিন থেকে সে কেমন যেন বদলে যেতে লাগল। আগের চেয়ে কথা কম বলে। সারাটা চুপচাপ বসে বসে কী যেন ভাবে। পড়াশোনায় মন নেই। বইয়ের অক্ষরগুলো কেমন সব হিজিবিজি হয়ে যায়। চোখের সামনে কেবলই সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা ভেসে ওঠে। ভয়ে, বিপদের আশঙ্কায় বাবা-মাকেও এই ঘটনার কথা জানাতে পারেনি পিকলু।

এই করতে-করতেই একদিন ফাইনাল পরীক্ষা এসে গেল। তারপর রেজাল্ট বেরনোর পর দেখা গেল কোনওদিন যা হয়নি তাই ঘটেছে। ক্লাসের ভালো ছেলে পিকলু সেভেন থেকে এইটে ওঠার পরীক্ষায় রীতমতো মুখ থুবড়ে পড়েছে।

পরীক্ষার রেজাল্ট দেখে পিকলুর বাবা রেগে আগুন হয়ে গেলেন! এমনিতেই মাসদেড়েক ধরে ছেলের বিচিত্র হাবভাবে ভদ্রলোকের মেজাজ তিরিক্ষি। এবার বিশ্রী রেজাল্ট দেখে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে তিনি হাতের কাছে কুড়িয়ে পাওয়া উইকেট দিয়ে ছেলেকে পেটাতে শুরু করলেন।

মারের হাত থেকে বাঁচতে পিকলু সামন্ত জেঠুদের নিরিবিলি বাড়িতে ঢুকে পড়ল। সামন্তদের কর্তা-গিন্নি থাকলে এই অবস্থায় নির্ঘাত পিকলুর বাবাকে বকাঝকা করতেন, সামন্তজেঠিমা ফ্রিজ খুলে আদর করে হয়তো আইসক্রিম

খেতে দিতেন... এখন তাঁরা কেউ নেই। পুরনো দিনের কথা ভাবতে-ভাবতে মনমরা পিকলু সামন্তদের নির্জন বাড়ির মধ্যে ঘুরতে লাগল। হঠাৎ সেই খুনের ঘটনা চোখের সামনে ভেসে উঠল। খানিকটা কৌতূহলে, খানিকটা বাবার প্রতি অভিমানে তরতর করে পেয়ারা গাছ বেয়ে উঠে পড়ল ছাদে।

কারখানা-চত্বরে সেই একই ছবি। ভাঙা কারখানা আর তার শতছিদ্র টিনের শেড। ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মরচে-ধরা লোহালক্কড়ের স্তূপ। হাতির মতো ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকা জবুথবু ট্রাক। আর সেই ঝাঁকড়া নিমগাছ। কিন্তু নিমগাছটার নীচে ওই লোকটা কোথা থেকে এল। খোঁচা-খোঁচা দাড়িওলা একটা লোক বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকেই যেন লক্ষ করছে। ভুরু কুঁচকে দেখছে তাকে। চোখে চোখ পড়তেই অস্বস্তিতে চোখ সরিয়ে নিল পিকলু। নির্জন কারখানার মধ্যে একলা একজন মানুষ করছেটা কী? পুরনো মালপত্র সরাবার মতলব নেই তো?... সাতপাঁচ ভাবতে-ভাবতে পিকলু তড়িঘড়ি গাছ বেয়ে নীচে নেমে এল। নীচে নেমেই দেখল কারখানায় দেখা লোকটা সামন্তদের পাঁচিলের উপর দিব্যি পা ঝুলিয়ে বসে রয়েছে। সে হতবাক! এত দ্রুত লোকটা পাঁচিলের উপর উঠে এল কী করে?

ভয়ে, বিস্ময়ে পিকলু মিনমিনে গলায় বলে উঠল, 'কে আপনি?'

খোঁচা-দাঁড়ি বিষণ্ণ হাসল, 'পোড়ো কারখানার এক দুঃখী বাসিন্দা। কিন্তু তুমি কে?'

'আমি পিকলু। পাশের বাড়িতে থাকি।'

'তা এখানে ফাঁকা বাড়ির ছাদে কী করছিলে একা-একা?'

'এমনি একটু ঘুরছিলাম।'

'ঘুরতে হলে নিজেদেরও তো ছাদ আছে। অন্য লোকের ছাদে কেন?'

'এটা আমার জেঠুর বাড়ি। সামন্তজেঠু। ইচ্ছে হলে আমি আসতেই পারি।'

'তা হয়তো আসতে পারো, তবে পেয়ারাগাছ বেয়ে ছাদে ওঠা কিনা, তাই ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে ঠেকছে।'

থতমত খেয়ে আমতা-আমতা করে উঠল পিকলু, 'মনখারাপ, তাই নিরিবিলিতে থাকব বলে একটু গিয়েছিলাম আর কি!'

লোকটার কপালে ভাঁজ, 'মনখারাপের কারণটা জানতে পারি কি?'

মনে মনে বিরক্ত হলেও বিরক্তি চাপা দিয়ে পিকলু বলল, 'বাবা মেরেছেন, তাই...'

মুখে অদ্ভুত একটা শব্দ করল লোকটা, 'মেরেছেন! তা মারবার হেতুটা

কী?'

পিকলু বেশ বিব্রত বোধ করল, 'পরীক্ষায় ফেল করেছি, তাই...'

লোকটা ফিক করে হেসে ফেলল, 'ফেল করেছ? তা ফেল করলে কেন?'

পিকলু আর রাগ চাপতে পারল না। কথা-বলা পুতুলের মতো একের পর এক প্রশ্ন করে চলেছে লোকটা। গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেওয়ার মতো সব প্রশ্ন। সে আর উত্তর দেবে না ঠিক মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে রইল। ওকে গুম মেরে যেতে দেখে লোকটা হেসে উঠল আবার, 'আমার কথায় রাগ করলে তুমি? নিজে জীবনে একবারও ফেল করার সুযোগ পাইনি তো, তাই তোমার ফেল করার কারণ জানতে মনটা আনচান করে উঠল।'

অপমানিত হয়ে পালটা প্রশ্নের কামান দাগল পিকলু, 'আপনি ওই পোড়ো কারখানায় কী করছিলেন?'

লোকটা একটু থতমত খেয়ে গেল, 'মাসদেড়েক ধরে ওখানেই আমি আস্তানা গেঁড়েছি কিনা!'

চোখ কপালে তুলল পিকলু, 'ওইরকম গা-ছমছমে একটা জায়গায় আপনি থাকেন?'

পোড়ো কারখানার দুঃখী বাসিন্দা দাঁত বের করে হাসল, 'থাকি তো!'

পিকলু হঠাৎ আনমনা হয়ে গেল, 'দেড় মাস...তার মানে ওই ঘটনা নিশ্চয় আপনার চোখে পড়েছে...গলা টিপে মারার ঘটনা!...'

নিজের অজান্তে কথাগুলো মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ায় হঠাৎ কেমন গুটিয়ে গেল পিকলু। চোখ নামিয়ে নিল। লোকটার দু'চোখে হঠাৎ একরাশ বিস্ময়। পিকলুর কথায় রীতিমতো নাড়া খেয়েছে যেন। নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়েই পাঁচিল থেকে লাফ দিয়ে নেমে এল লোকটা, 'তোমার চোখে কীভাবে ধরা পড়ল ঘটনাটা! এই ছাদ থেকে দেখেছিলে বুঝি?'

কথা না বলে আচ্ছন্নের মতো মাথা নাড়ল পিকলু। লোকটার চোখেমুখে স্বস্তির ভাব, 'আমায় তুমি বাঁচালে বটে! আমি ভেবেছিলাম কাকপক্ষীও বোধহয় টের পায়নি।'

ভয়ে কুঁকড়ে গেল পিকলু। কথার ধরনধারণ দেখে লোকটাকে সেই খুনি বলেই মনে হচ্ছে যেন। হয়তো কারখানার ভিতরেই এর ডেরা! নির্জনতার সুযোগ নিয়ে সামন্তজেঠুদের বাড়িতে নানারকম অসামাজিক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। খুনের সাক্ষীকে লোপাট করবার জন্য লোকটা এবার নিশ্চয়ই ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপর। সঙ্গে-সঙ্গে ছুট লাগাল সে।

কিন্তু দু'পা যেতে না যেতেই লোকটা প্রায় উড়ে এসে তার একটা হাত খপ করে ধরে ফেলল। লোকটার গলায় কাতরতা, 'তোমার কোনও ক্ষতি করব না। শুধু বলো খুনের কথাটা তোমার বাবা-মাকে জানিয়েছিলে কিনা!'

হাত ছাড়ানোর নিষ্ফল চেষ্টা করতে-করতে পিকলু বলল, 'না।'

লোকটার চোখেমুখে হতাশা ফুটে বেরোল, 'বলোনি!'

পরক্ষণে হতাশা কাটিয়ে কী মনে করে হেসে উঠল, 'আজকেই তবে বাড়িতে গিয়ে জানাও। কথা চেপে রাখলে পরীক্ষা খারাপ হবে না তো কী!'

পিকলু চিন্তায় পড়ল। লোকটার আচরণে অবিশ্বাস করার মতো কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। তা ছাড়া লোকটা যে কথা বলল তা বেঠিকও নয়, খুনের ব্যাপারটা চাপতে গিয়েই তো পরীক্ষা খারাপ হয়ে গেল। তবে পোড়ো কারখানার দুঃখী বাসিন্দাটাকে তেমন ভরসাও করা যাচ্ছে না। লোকটা নিজের হাতের মুঠোয় এখনও পিকলুর একটা হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে। আশ্চর্যরকম ঠান্ডা হাত লোকটার। পিকলুকে ভাবতে দেখে সে আবার বলে উঠল, 'একটা লোক বিনা দোষে আর-একটা লোককে মারল, তার কোনও শাস্তি হবে না! অপরাধী ধরা পড়ুক, তা কি তুমি চাও না? বাড়িতে গিয়ে বাবা-মাকে সব কথা খুলে বলবে। তুমি এও বলবে, মৃত মানুষটাকে নিমগাছটার হাতদশেক দূরে এক ঝোপের পাশে পুঁতে রাখা হয়েছে।'

হতভম্ব হয়ে লোকটার মুখের দিকে তাকাল পিকলু। এত কথা ও জানল কী করে? তা ছাড়া এত কিছু যদি ওর জানা, তবে ও নিজে গিয়ে পুলিশকে জানাচ্ছে না কেন? পিকলু ভাবল, কোনও পাগলের পাল্লায় সে পড়ল না তো? হয়তো পরিত্যক্ত কারখানাটার মধ্যেই পাগলটার বাস। সেখানকার কোনও গোপন জায়গা থেকে ঘাপটি মেরে খুনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। অবশ্য খুনির মতো পাগলও কম বিপজ্জনক নয়। মরিয়া পিকলু এক ঝটকায় লোকটার হাত ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগল।

বাড়ি ফিরতেই বাবার প্রশ্নের জবাবে অপ্রস্তুত পিকলু কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর দুঃখী বাসিন্দাটির কথা মনে করে গড়গড় করে সব কথা বলে ফেলল। দেড়মাস আগে দেখা খুনের ঘটনা থেকে শুরু করে একটু আগে রহস্যজনক লোকটার সঙ্গে কথোপকথনের সম্পূর্ণ বিবরণ। ছেলের মুখে সব কথা শুনে বাবা-মা দুজনেই হতভম্ব হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ ধরে দুজনের মুখ দিয়ে কোনও কথা সরল না। শেষে পিকলুর

বাবাই প্রথম নীরবতা ভাঙলেন, 'খুন করার পর লাশটাকে যে পুঁতে দিল তা তুই দেখেছিস?'

পিকলু মাথা নাড়ল, 'না। তার আগেই আমি ছাদ থেকে নেমে এসেছি।'

বাবার কপালে ভাঁজ পড়ল, 'তা হলে লোকটা জানল কী করে যে, লাশটা নিমগাছের হাতদশেক দক্ষিণে এক ঝোপের পাশে পুঁতে রাখা হয়েছে!'

পিকলুর মায়ের চোখ তেরছা হয়ে গেল, 'লোকটা সেই খুনিটা নয় তো?'

বাবা মাথা নাড়লেন, 'তা কী করে হবে? খুনি কেন নিজের খুনের কথা পুলিশকে জানাতে চাইবে?'

মা বললেন, 'হয়তো খুনির মনে অনুশোচনার উদয় হয়েছে। খুনের কথা পুলিশের কাছে কবুল করে সে হালকা হতে চায়।'

খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই একদল পুলিশ এসে হাজির। কারখানার বড়ো লোহার গেটটায় মস্ত লোহার শেকল ঝুলছে। শেকলের দু'মাথা আগলে রেখেছে বিশাল এক তালা। থানার বড়োবাবু রিভলভারের গুলিতে তালা গুঁড়িয়ে দিয়ে সদলবলে কারখানা-চত্বরে ঢুকে পড়লেন। নুড়িবিছানো চওড়া রাস্তার দু'ধারে ঝোপজঙ্গলে ভরে গেছে। পিকলুর কথামতো থানার বড়োবাবু জীর্ণ ট্রাকটার পাশে এসে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'পিকলুবাবু, ঘটনাটা ঠিক কোথায় ঘটেছে?'

পিকলু ভয়ে ভয়ে তুবড়ে যাওয়া পেছনের চাকার পাশের জায়গাটা আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল।

অল্প খোঁজাখুঁজি করতেই সম্ভাব্য জায়গাটার হদিস পাওয়া গেল। নিমগাছটার হাতদশেক দক্ষিণে ছোট্ট এক ঝোপের পাশে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে ঝুরঝুরে নরম মাটির অঞ্চল। খানিকক্ষণ খোঁড়াখুঁড়ি করতেই পচাগলা কঙ্কালসার একটা দেহ বেরিয়ে এল। বড়োবাবুর মুখে যুদ্ধজয়ের হাসি। পিকলুর বাবার দিকে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন, 'আপনার ছেলের কথা বিশ্বাস করতে প্রথমটায় মন চাইছিল না। ভেবেছিলাম, ছেলেমানুষ কী দেখতে কী দেখেছে! এখন দেখছি ওর কথায় গুরুত্ব না দিলে ভুল করতাম। ছেলে আপনার ইন্টেলিজেন্ট মশাই!'

বড়োবাবুর কথায় পিকলুর বাবা হেসে উঠলেন মিটিমিটি। বাবাকে হাসতে দেখে পিকলুর বুকটাও গর্বে ফুলে উঠল। চওড়া হাসি ফুটল তার মুখেও।

লাশ তোলার কাজকর্মের মধ্যেই একজন কনস্টেবল রেলের একটা